ব্যাস কহিছে ভারতী, ভারতে যাবে ভারতী,
ভাগবত ভারত রচনে।
আমি যা বলিব বাণী, বাণী যোগাইবে বাণী,
বসি-মন রসনা-আসনে'।।
আজ্ঞা দেন-চক্রপাণি, আজ্ঞায় চলিল বাণী,
গজানন কহে পুনর্ব্বার।
কণ্ঠে রহিবে ভারতী, বলিবেন যে ভারতী,
লিখিব হে যে সাধ্য আমার।।
খালি হ'লে মসিপাত্র, মসি ফুরাইলে মাত্র,
আর না লিখিব ফিরি যা'ব।
দেখি ব্যাস-নেত্র বারি, কন শ্বেত বাগীশ্বরী,
আমি তব মসিপাত্র হ'ব।।
শুনিয়া এসব বার্তা, ব্যাস-মুনি করে যাত্রা,
গোলোকের পানে চাহি কাঁদে।
গোলোকে ছিলেন স্থিতি, যিনি নীল সরস্বতী,
তাকে আজ্ঞা করে কালাচাঁদে।।
'বৈকুণ্ঠেতে শ্বেতবাণী, মসিপাত্র হবে জানি,
তুমি গিয়া তাহে হও মসি।
কজ্জ্বল স্বরূপা হ'য়ে, তুমি তাতে থাক গিয়ে,
আমি তব পিছে পিছে আসি।।
আসি ব্যাস মুনিবর, গণেশের বরাবর,
কহে দেব 'লিখ কহি কথা'।
ডেকে বলে শিব-পুত্র, 'দিলে মোরে মসিপাত্র,
লিখিবার লেখনীটা কোথা'?
এরণ্ডের কুঞ্চি আনি, দিল ব্যাস মহামুনি,
অস্ত্র দিল প্রস্তুতে কলম।
কুপিলেন গজানন, ক্রোধে ঘূর্ণ ত্রিনয়ন,
বলে 'ব্যাস তোর মতিভ্রম'।।
বাণী কণ্ঠে বিরাজিত শ্বেত সরস্বতী দ'ত,
কালী হ'ল নীল সরস্বতী।
এতে মোর আসে হাস, তার কি কলম বাঁশ,
কি পত্রে বা লেখাইবি পাতী'?

গিয়া বৃন্দাবনবাসে, ভ্রমণে চৌরাশী ক্রোশে,
বেল ভাণ্ডি তমালের বন।
বন ভ্রমি একে একে, গন্ধরাজ শেফালিকে,
তাল তরু দেখে হৈল মন।।
বসি তাল তরুমূলে, ভেসেছে নয়ন জলে,
হরিবলে কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
'আমি শক্তি, কৃষ্ণাঙ্গিণী, ভাগবত শাস্ত্র মুনি,
লেখ তুমি মম বক্ষ পরে'।।
দেখে পরাশর পুত্র, পড়িতেছে তালপত্র,
তালপত্র কহে মুনিবরে।
'যাহ শ্রীকৃষ্ণের ঠাঁই, বলগে বলেছে রাই,
শির-শিখিপাখা দিতে মোরে।।
ব্যাস অতি ব্যস্ত হ'য়ে, শ্যামকুণ্ড তীরে গিয়ে,
করেছেন কৃষ্ণ আরাধন।
যুগল মিলন হ'য়ে ব্যাসের সম্মুখে গিয়ে,
রাধাকৃষ্ণ দিল দরশন।।
বলেছেন শ্রীরাধিকে, যা লিখিবে মম বুকে,
অন্য কলমেতে তা কি হয়।
শুনিয়া রাধার বাণী, রাধানাথ রসখনি,
শিখিপাখা দিলেন তাহায়।।
শিখিপুচ্ছ অংশ করি, ব্যাসেরে দিলেন হরি,
হাসিয়া বলেন রাধানাথ।
'যাহা অনন্ত গোচরে, জিহ্বা সে দিবে তোমারে
তাহাতে না কর অস্ত্রাঘাত'।।
উদয় ক্ষীরোদকুলে, তপ করে হরি ব'লে,
হরি ছিল অনন্ত শয়নে।
ফণা এক কোণ হ'তে, এক জিহ্বা হৈল তাতে,
এনে দিল ব্যাসমুনি স্থানে।।
বলিকে ছলিতে হরি,নাভি হ'তে পদতরী,
বাহির করিল যে প্রকার।
তেমনি অনন্ত ফণা, জিহ্বা কণা এক কণা,
প্রকাশিল ক্ষীরোদ-ঈশ্বর।।